দশ হাজার রানের চূড়ায় ৪ গ্রেট

অফ স্ট্যাম্পের ওপর একটি গুড লেন্থের বল। কোনো স্বীকৃত ব্যাটসম্যান আড়াআড়ি ব্যাটে মিড উইকেটের ওপর দিয়ে ছক্কা হাঁকালেন। এ শটটি যদি কেউ ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন তাহলে এর যথেষ্ট সমালোচনা করা যাবে। ওয়ানডে ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানরা বলের বাছ-বিচার করেন কম। বল যেভাবেই আসুক সেটা থেকে রান আসতে হবে। কেননা, এটা সীমিত ওভারের খেলা। তাই ব্যাটসম্যানদের ইনিংসও হয় সীমিত। এই সীমিত সুযোগের মধ্য থেকেই অসীমকে ছুঁয়েছেন ৪ জন ব্যাটসম্যান- শচীন টেন্ডুলকার, ইনজামাম-উল হক, সৌরভ গাঙ্গুলী ও সনাথ জয়সুরিয়া। তারা ওয়ানডে ক্রিকেটে ব্যক্তিগত ১০ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁতে সক্ষম হয়েছেন। ...লিখেছেন মারুফ রনি

শচীন টেন্ডুলকার

আধুনিক প্রজন্মের ব্রাডম্যান। আবার বলা যেতে পারে ওয়ানডে ক্রিকেটের ব্রাডম্যানও। সীমিত ওভারের ম্যাচে তিনি যেসব রেকর্ড গড়ে চলেছেন সেগুলো ভাঙার জন্য ব্রাডম্যানকেই দরকার ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবান ব্রাডম্যান। তার সময় ওয়ানডে ম্যাচের যুগ শুরু হয়নি। তাহলে হয়তো কিছুটা হলেও তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারতো। কারণ ব্রাডম্যান নিজেই মনে করতেন, আধুনিক যুগে যে সব খেলোয়াড় রয়েছেন তার মধ্যে একমাত্র শচীনের খেলায় তিনি তার ছায়া খুঁজে পান। ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক এই লিটল মাস্টার। ৩৪৮ ম্যাচে তার রান ১৩ হাজার ৬৪২। এর মধ্যে সেঞ্চুরির সংখ্যা ৩৮টি। এগিয়ে চলেছেন সেঞ্চুরির হাফ-সেঞ্চুরির দিকে। পঞ্চাশতম সেঞ্চুরি করার ক্ষমতা তার আছে। ব্যাপারটা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু বাধা ইনজুরি ও বয়স। সব গ্রেট প্লেয়ারের খেলোয়াড়ী জীবন শেষ হয়েছে ইনজুরির মধ্য দিয়ে। একজন প্লেয়ারের মনোবল ভেঙে দেয়ার জন্য ইনজুরিই যথেষ্ট। কিন্তু সেই মনোবলের জায়গায় অনেক বেশি দৃঢ় শচীন। এর প্রমাণ তিনি টেস্ট ডেব্যু সিরিজেই দিয়েছিলেন। সে দিনের সেই ১৬ বছর বয়সী শচীনের মাথায় একটি বাউন্সার বল আঘাত হানে। কিন্তু এরপর কিছু সময়ের জন্য মাঠের বাইরে থাকলেও ফিরে এসেছিলেন ক্রিজে। খেলেছিলেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। চমকে দিয়েছেন সবাইকে। এর পর থেকে ধীরে ধীরে বোলারদের কাছে শচীন হয়ে উঠলেন এক আতঙ্কের নাম।

শচীন টেন্ডুলকার প্রথম নজরে আসেন একটি ভুলের কারণে। ১৯৮৭-৮৮ সালের দিকে শচীন পড়তেন সেন্ট গ্যারি হাই স্কুলে। স্বভাবতই স্কুলের ক্রিকেট দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শচীন। দলের অধিনায়কও তিনি। সেই স্কুলেই পড়তেন তার বন্ধু বিনোদ কাম্বলি। আন্তঃস্কুল ক্রিকেটের এক ম্যাচে শচীন ১৯২ ও কাম্বলি ১৮২ রান করে অপরাজিত থাকলেন। পরদিন দলের কোচ রমাকান্ত কামার কোনো এক কারণে মাঠে উপস্থিত থাকতে না পারায় শচীনকে একটি চিরকুট দিয়েছিলেন। চিরকুটে শচীনের প্রতি নির্দেশ ছিল সকালে কয়েক ঘন্টা ব্যাটিং করে তারা যেন ডিক্লেয়ার করে। কিন্তু ভুলবশত শচীন চিরকুট না পাওয়ায় দু'জন সারা দিন ব্যাট করে ৬৬৪ রানের পার্টনারশিপ গড়লেন। শচীন ৩২৬ ও বিনোদ কাম্বলি ৩২৯ রানে অপরাজিত থেকে যেকোনো পর্যায়ের ক্রিকেট আসরে সর্বোচ্চ পার্টনারশিপের রেকর্ড গড়লেন। ভুলের মাধ্যমে ঢুকে পড়লেন ইতিহাসের পাতায়। এরপর থেকে শচীন কিন্তু আর একবারও ভুল করেননি। সেই বছরেই রণজি ট্রফিতে সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে সেঞ্চুরি করলেন। এ আসরে তার ব্যাটিং গড় ছিল ৬৪.৭৭।

শচীন টেন্ডুলকারের ওয়ানডে ডেব্যু ঘটে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। সেটি ছিল ১৯৮৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর। এর পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত তার ওয়ানডে ম্যাচের সংখ্যা ৩৪৮টি। প্রতি ম্যাচেই নিজেকে নতুন করে উদ্ভাসিত করেছেন। চারটি ওয়ার্ল্ডকাপে অংশ নিয়েছেন এবং সেখানে ব্যক্তিগত রানের রেকর্ডও তার কব্জায়। ওয়ার্ল্ডকাপে সেরা চমক দেখিয়েছিলেন ১৯৯৬ সালে। ওই বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৯০ রানের ইনিংস দেখে ব্রাডম্যান তাকে নতুন করে চিনেছিলেন। সে দিন অস্ট্রেলিয়া বিজয় উৎসব করেছিল, তবে টেন্ডুলকারকে আউট করার পর। সেই ম্যাচের পর থেকেই ব্রাডম্যান টেন্ডুলকারের খেলার ভক্ত হয়ে যান। এরপর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ব্রাডম্যান শচীনের ইনিংস দেখতে ভুল করেননি।

নাম	ম্যাচ	রান	গড়	সেঞ্চুরি	হাফ সেঞ্চুরি	সর্বোচ্চ স্কোর
শচীন টেন্ডুলকার	৩৪৮	১৩৬৪২	৪৪.৪৩	৩৮	৬৯	১৮৬
ইনজামাম উল হক	৩৪৪	১০৯৩৩	৩৯.৯০	১০	৮১	১৩৭*
সৌরভ গাঙ্গুলি	২৭৪	১০০৪৬	৪১.১৭	২২	৬০	১৮৩
সনাথ জয়সুরিয়া	৩৩৭	১০০৫৭	৩২.১৩	১৮	৫৮	১৮৯

ই নজামাম-উল হক

শক্তিমত্তা ও সূক্ষ্মতার এক নিবিড় সম্মিলনের নাম ইনজামাম-উল হক। পাওয়ার ক্রিকেট খেলে অনেকেই, তবে বলে আলতো ছোঁয়া দিয়ে সিঙ্গেল বের করার ওস্তাদ তিনি। উইকেটের চারদিকে তার শট খেলার ক্ষমতা রয়েছে। বিশেষ করে পুল শট এবং লফটেড ড্রাইভে বিশ্বসেরা। স্পিন বলে তার পায়ের কাজ অসাধারণ। আর পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বসেরার উপাধি পেয়েছেন ইমরান খানের কাছ থেকে।

পাকিস্তান ক্রিকেটের ঐতিহাসিক অর্জনের সঙ্গে ইনজামামের উত্থান জড়িত। '৯২-এর বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৬৪ রানের ঝড়ো ইনিংসটি পুরো পাকিস্তান টিমকে জাগিয়ে তুলেছিল। মূলত '৯২-এর বিশ্বকাপে কাগজ-কলমে আন্ডার ডগ পাকিস্তান মাঠে বিধ্বংসী হয়ে ওঠে। ছিনিয়ে নেয় বিশ্বকাপ। এই টিম থেকে পর্যায়ক্রমে জাভেদ মিয়াদাঁদ, সেলিম মালিক, সাঈদ আনোয়ার অবসরে গেলে ইনজামামই হয়ে ওঠেন একমাত্র নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান। ইনজামামের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বাজে সময় কেটেছে গত বিশ্বকাপে। এ আসরে তিনি করেছেন মাত্র ১৬ রান এবং পাকিস্তানের ব্যাটিং ছিল লজ্জাজনক। বর্তমানে পাকিস্তানের ব্যাটিং পারফর্ম্যান্স লুকিয়ে থাকে ইনজামামের ভেতর। গত বিশ্বকাপের পর দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। আবার ফিরে এসেছিলেন রাজকীয়ভাবে। অপরাজিত ১৩৮ রানের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এক উইকেটে জয় এনে দেন তিনি।

তার সবচেয়ে বড় ক্ষমতা, চাপের মুখে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ব্যাট করা। তাই তাকে ডাকা হয় 'মি. ডিপেন্ডেবল' নামে। ১৯৯৯ সালে ভাইস ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হওয়ার পরই তিনি এ উপাধি পান। কারণ, ২০০০ সালে টেস্ট ও ওয়ানডে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ১ হাজারের উপরে রান করেন। ১২ টেস্টে করলেন ১ হাজার ৯০ রান এবং ৩৪ ওয়ানডেতে ১ হাজার ৭৪ রান। অধিনায়ক হওয়ার পর ভারতের মাটিতে ওয়াডে সিরিজ জিতে প্রমাণ করলেন, পাকিস্তান টিমে তার বিকল্প নেই। ৩৪৪টি ওয়ানডে ম্যাচে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০ হাজার ৯৩৩ রানের মালিক ইনজির বিকল্প এখন তিনি নিজেই। পাকিস্তান টিমে তো বটেই, 'দশ হাজার ক্লাব' সদস্যদের মধ্যে তিনিই একমাত্র স্বীকৃত মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। তিনি ছাড়া এ ক্লাবের সবাই ওপেনার।

সৌ রভ গাঙ্গুলী

গত ৩ আগস্ট শচীন এবং ইনজামামের পর তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ১০ হাজার ক্লাবে নাম লেখালেন সৌরভ গাঙ্গুলী। তিনি বলেন, '১৯৯৬ সালে টেস্ট ক্যারিয়ার শুরু করার পর থেকে আমি নিজেকে সব সময় একজন পরিপূর্ণ টেস্ট প্লেয়ার হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। এর ফলেই গত ৯ বছরে আমার পক্ষে ওয়ানডেতে ১০ হাজার রান ছোঁয়া সম্ভব হয়েছে।' গাঙ্গুলী হচ্ছেন সাবলীল ভঙ্গির স্ট্রোক প্লেয়ার। বিশেষ করে অফ সাইডে তার দক্ষতা বেশি। তাই বলে স্পিন বোলারকে এক ধাপ এগিয়ে এসে মিড উইকেটের ওপর দিয়ে ছক্কা হাঁকাতে তিনি ভুল করেন না। গাঙ্গুলী আন্তর্জাতিক ম্যাচ শুরু করেছিলেন লর্ডসের মাটিতে এবং সেঞ্চুরির মধ্য দিয়ে।

সৌরভ গাঙ্গুলী একজন সফল ব্যাটসম্যান। তবে তারচেয়েও সফল অধিনায়ক হিসেবে। দীর্ঘ ১১ বছর পর পাকিস্তানের মাটিতে ভারত টেস্ট ও ওয়ানডে ম্যাচ জিতেছে তার হাত ধরে। ভারতকে একটি 'উইনিং টিম' হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। ভারত সম্পর্কে সবার ধারণা ছিল- দেশের মাটিতে শক্তিশালী কিন্তু বিদেশের মাটিতে দুর্বল একটি দল। গাঙ্গুলী ২০০০ সালে অধিনায়ক হওয়ার পর ধীরে ধীরে এ অপবাদ মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন।

স নথ জয়সুরিয়া

রীতিমতো ভয়ঙ্কর ক্রিকেটার। ওয়ানডে ক্রিকেটের ধারাটাই পাল্টে দিয়েছেন তিনি। ওয়ানডেতে ১৫ গজের ব্যবহার মার্টিন ক্রোর পর জয়সুরিয়া ও কালু ভিতেরানাই ক্রিকেট বিশ্বকে দেখিয়েছেন এবং শিখিয়েছেন। '৯৬ সালের বিশ্বকাপে তাদের তোপের মুখে কেউ পাত্তাই পায়নি। সবচেয়ে কম বলে (১৭ বল) ৫০ রান করার রেকর্ড রয়েছে তার। উপমহাদেশের স্লো ও কম বাউন্সি উইকেটে তিনি সেরা 'পিঞ্চ-হিটার'। শক্তিশালী স্কয়ার কাট তার ট্রেডমার্ক।

শ্রীলঙ্কার এই ওপেনার দলে ঢুকেছিলেন একজন বোলার কাম ব্যাটসম্যান হিসেবে। কিন্তু পরবর্তীতে ব্যাটিংয়ের উচ্চতার কাছে বোলিং হারিয়ে গেছে। গত ৯ আগস্ট তিনি পৌঁছালেন ১০ হাজার রানের পাহাড়ে। এখন তার বড় পরিচয় শ্রীলঙ্কার সেরা ব্যাটসম্যান ও অলরাউন্ডার হিসেবে। কারণ টেস্টে শ্রীলঙ্কানদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৪০ রানের ইনিংসটিও তার।